দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ DEC. 28 1999

পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

রাজশাহীতে ভর্তিযুদ্ধ– অভিভাবকরা ছুটছেন এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে অর্ধলাখ শিশু সুযোগ পাবে না

আনিসুজ্জামান, রাজশাহী থেকে ॥ রাজশাহী মহানগরীর স্কুলগুলোতে ভর্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। সরকারী-বেসরকারী ভাল স্কুলগুলোতে প্রিয় সন্তানদের ভর্তি করানোর চিন্তায় অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। এ স্কুল থেকে ও স্কুলে ছুটে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের কোন স্বস্তি নেই। রাজশাহী মহানগরীতে নামেই পরিচিত এমন কয়েকটি হাতেগোনা স্কুলে শুরু হয়েছে এই ভর্তিযুদ্ধ।

নগরীর বেশ কয়েকটি স্কুল ঘুরে দেখা গেছে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের প্রচণ্ড ভিড়। আসন স্বল্পতার কারণে অনেক অভিভাবক তিন/চারটি স্কুলের ভর্তি ফরম সংগ্রহ করেছেন। তার পরও অনেকে চিন্তামুক্ত হতে না পেরে ভাল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট পড়াচ্ছেন যাতে তারা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক অভিভাবকের সাথে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে।

রাজশাহী মহানগরীর ভাল স্কুলগুলোর তালিকায় রয়েছে, সরকারী ল্যাবরেটরি স্কুল, কলেজিয়েট স্কুল, পিএন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, শিরোইল উচ্চ বিদ্যালয়, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি স্কুল প্রভৃতি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সরকারী ল্যাবরেটরি স্কুলে ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে এ মাসের ২০ তারিখ থেকে। এই স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ৭০ জন, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১২ জন ও নবম শ্রেণীতে ১২ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। কলেজিয়েট স্কুলের ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে ২৩ ডিসেম্বর থেকে। এই স্কুলের তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে ভর্তির ফরম বিতরণ করা হচ্ছে। তবে কোন্ শ্রেণীতে কত জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে তা স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়নি। শিরোইল উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে ২০ ডিসেম্বর। এই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ৭৫ জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ১০ জন, পঞ্চম শ্রেণীতে ১৫ জন, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৫০ জন, ৭ম শ্রেণীতে ১০ জন, অষ্টম শ্রেণীতে ০৮ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। রাজশাহীর সরকারী স্কুলগুলোর মধ্যে একমাত্র পিএন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রম চালু আছে। এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী সকালের শিফট বেসরকারীভাবে পরিচালিত হয়। এই স্কুলে শুধুমাত্র প্রথম শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি করা হবে। রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে ১৮ ডিসেম্বর। এখানে শিশু শ্রেণীতে ১শ' ছাত্রছাত্রী, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১২ জন ছাত্রী, চতুর্থ শ্রেণীতে ৪ জন ছাত্রী, পঞ্চম শ্রেণীতে ৫ জন ছাত্র, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ২ জন ছাত্র ও ১১ জন ছাত্রী, সপ্তম শ্রেণীতে ১১ জন ছাত্রী, অষ্টম শ্রেণীতে ১০ জন ছাত্র ও ১১ জন ছাত্রী এবং নবম শ্রেণীতে ২৫ জন ছাত্র ও ৩০ ছাত্রী ভর্তি করা হবে। হেলেনাবাদ গার্লস স্কুলে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রম চালু আছে। এখানে শুধু ষষ্ঠ শ্রেণীতেই ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। তবে কত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে তা জানায়নি স্কুল কর্তৃপক্ষ। রাজশাহী ইউনিভার্সিটি স্কুলে শুধুমাত্র পঞ্চম শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। তবে ভর্তির বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। এখানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছেলেমেয়ে ভর্তির পর অন্যরা সুযোগ পেয়ে থাকে বলে জানা গেছে। স্ব স্ব স্কুল ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নিজ উদ্যোগে জানিয়ে দেবে।

রাজশাহী মহানগরীতে ভর্তি সমস্যা দিন দিন বাড়ছেই। জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে ক্রমবর্ধমান সমস্যার সমাধান হলেও ভাল স্কুলের সংখ্যা বাড়েনি। ফলে প্রতিবছরই ভর্তি সঙ্কট বাড়ছেই।

এদিকে ভর্তি সঙ্কটের ফলে নগরীর অর্ধলক্ষাধিক শিশু স্কুলে যাবার সুযোগ পাবে না বলে একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। সূত্র জানায়, নগরীর স্কুলগুলোতে আসন স্বল্পতার কারণে যারা ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাদের অধিকাংশই নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশু।